

সুকান্তর
প্রতিক্রিয়ায়
দুশ্চিন্তা বাড়বে
সুদীপদের

জগৎ প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭
আগস্ট তৃণমূল ত্যাগী ২০ সাংসদ
আমর এনসিপিআই-তো জেডা-
ফুলের দলতাগীরী আগেই ঘোষণা
করেছেন যে তারা শাসক জেট
এনডিএ-এর শরিক। কলকাতা-এ
হাওড়া পৌরসভার ভোট আমরা ধর
গুছাতে শুরু করেছে বিজেপি।
এইসময়ই বড় দাবি করেছেন
লোকসভায় এনসিপিআই-এর নেতা
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার দাবি,
দুই শহরের পৌরভোটে এনডিএ-এ
শরিক হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে
এনসিপিআই। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা
এনডিএ-র একটি দল হিসেবে
নির্বাচনে লড়ব এবং এ বিষয়ে
বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা
হয়েছে, তারা বিষয়টি নিশ্চিত
করেছেন।” বুধবার বিবায়ান এই
সমসদ জানিয়েছেন যে, তার দল
এনডিএ-র শরিক হিসেবে আসল
কলকাতা পৌরসভার (কেএমসি)
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “আমরা
এনডিএ-র একটি দল হিসেবে
নির্বাচনে লড়ব এবং এ বিষয়ে
বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা
হয়েছে, তারা বিষয়টি নিশ্চিত
করেছেন।” সুপীণের এই মন্তব্যের
কয়েক ঘণ্টা আগেই বিজেপির তরফে
কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনের দায়িত্বে
হওয়ায় একেদ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত
মজুমদারকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দাবির প্রেক্ষিতে অবশ্য সুকান্ত স্পষ্ট
করে দেন যে, বিজেপি একাই
নির্বাচনে লড়বে। নিউ টাউনে নিজের
বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক
বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার বলেন,
“আমাদের রাজ্য সভাপতি আগেই
বলেছেন যে রাজ্যে বিজেপির কোনও
জেটসদ্বী নেই। বাংলায় বিলাসপাঠ
নির্বাচনেও আমরা কোনও শরিকের
সঙ্গে লড়িনি। আমরা একাই
লড়েছিলাম এবং বহু আসন
জিতেছিলাম। তাই কেএমসি নির্বাচনে
কোনও জেটসদ্বীকে নিয়ে লড়ার
বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।
আমার কোনও এমন কোনও প্রস্তাব
আসেনি।” তবে সুকান্ত মজুমদার এক
জানান যে, তাঁর কাছে এই নিয়ে
কোনও তথ্য নেই। একাত্রে বিজেপির
রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য
মুখ্যমন্ত্রী শুভদ্রা অধিকারীর কথা
বলতে পারেন। বিজেপির
অদম্যমহলের বর অনুযায়ী,
এনসিপিআই-এর সঙ্গে জেট বেশে
কেএমসি নির্বাচনে লড়াই করবে
তাৎপর্যবাহী উঠতে পারে। কারণ
এনসিপিআই-এর সব সাংসদই সে
মাস পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে
ছিলো। বিজেপির এক নেতা প্রশ্ন
ভালেন, “বিজেপি যদি এনসিপিআই-
এর সঙ্গে জেট বেশে নির্বাচনে লড়ে,
তবে তা দুর্ভাগ্যজনক হবে। সেক্ষেত্রে
তৃণমূলের যে দীর্ঘপ্রান্ত নেতাদের
বিরুদ্ধে আমরা বছরের পর বছর
লড়াই করেছি, তাঁরাই বিজেপির
সমর্থনে নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এটা
কি আদৌ সম্ভব?”

কানপুরে ভেঙে
পড়ল প্রশিক্ষণ
বিমান, দুই
পাইলটের মৃত্যু

সংবাদ সম্বন্ধ, কানপুর (উত্তরপ্রদেশ),
২৭ আগস্টঃ কানপুরে মামিনা দুর্ঘটনা।
গঙ্গার পাড়ের কাছের মাটিতে আছড়ে
পড়ার প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি
ছোট বিমান। দুর্ঘটনায় চালক ও
সহচালকী চালকের মৃত্যু হয়েছে বলে
জানিয়েছে পুলিশ। ডিভিসিএর বলা
তরফে গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ
দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে,
দুর্ঘটনাস্থল বিমানটি স্থানীয় একটি
বেসরকারি উড়ন প্রশিক্ষণ সংস্থার।
আকাশে উড়তে উড়তে হঠাৎ সেটি
গঙ্গা ব্যারের এলাকায় খালি জমিতে
আছড়ে পড়ে। আর মূহুর্তের মধ্যে দায়
টাড় করে আগুন ধরে যায়।
প্রাথমিকভাবে স্থানীয়দের উল্লেখ্যে
শুধু হয় উদ্ধারকাজ। তারাই জখম
পহিলট এবং কো-পহিলটকে উদ্ধার
করে হাসপাতালে নিয়ে যান। যদিও
শেষোক্তকাল হয়নি। মৃতদের পরিবার
এখনও জানা যায়নি। পুলিশ
জানিয়েছে, মৃত পহিলট আদতে
গুজরাতে বসিন্দা। ৩,০০০ ঘণ্টার
বেশি আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা ছিল
তার। অন্যদিকে, সহ-পহিলটের বাড়ি
কর্ণাটকে। দুর্ঘটনাস্থল পুলিশ ঘিরে
রেহেছে। খবর দেওয়া হয়েছে
ডিভিসিএ আধিকারিকদেরও।

বাংলায় কর্মসংস্থানে জোর! নিউটাউনে চালু এলঅ্যাড্‌টি-র ‘আনন্দ নিকেতন’

তরুণদের ফেব্রার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর



রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বেঙ্গালুরু,
হায়দ্রাবাদ বা পুণের মতো
শহরগুলিতে বাংলার যে সমস্ত
প্রতিভাবান ও দক্ষ তরুণ-তরুণী
চলে গেছেন, তাঁদের এবার

নিজেদের শহর কলকাতায় ফিরে আসার সময় এসেছে। এদিনের এই ক্যাম্পাস শুরু হওয়াকে বাংলার মেধার প্রতি এবং রাজ্যের ভবিষ্যতের ওপর এক বিরাট আস্থার প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের সদৃচ্ছা এবং
ডবল ইঞ্জিন সরকারের সহযোগিতায়
রাজ্যকে নতুনভাবে পুনর্গঠন করার
ডাক দেওয়া হয়েছে। বেকারত্ব দূর
করতে এবং তরুণ প্রজন্মের
কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে শিল্প ও

শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব
বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
এছাড়াও বেসামান্য উদ্যোগ রয়েছে।
সহস্রাবতার জন্য পিএম মুদ্রা যোজনা,
পিএম বৈকল্যী এবং পিএমএমজি
র মতো প্রকল্পগুলিকে আরও
শক্তিশালী করা হবে। এল আভ টি-
বর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে
সবরকম প্রশাসনিক সহায়তার
আশ্রয় দিয়ে রাজ্য সরকার
জানিয়েছে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে
সরকারের তরফ থেকে সবরকম
দরজা খোলা রয়েছে। আগামীকাল
রাষ্ট্রপুর্ণিমা উপলক্ষে রাজ্যের
প্রতিটি কোণায় বিশেষ কর্মসূচি
পালনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং
দেশপ্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে
বাংলাকে পুনর্গঠনের জন্য কোটি
কোটি মানুষ একসঙ্গে শপথ নবেন।
স্বামী বিবেকানন্দের 'চৈতন্যে'
মন্ত্রণে পাথেয় করে বাংলার তরুণ
প্রজন্মকে স্বনির্ভর করে তোলার
বাড়ী দিয়ে শেষ করা হয় এদিনের
এই উদযোজন অনুষ্ঠান।

নেপালের হড়পা বানে শোকসুন্ধ মমতা!

সাধারণ মানুষের পাশে থাকার
বার্তা দিয়ে দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ আগস্ট: নেপালে আচমকা নেমে আসা বিধগর্ষিতা ছড়ানো ব্যাপক প্রাণহানি ও চরম ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর শোক এবং উল্লেখ প্রকাশ করলেন মতবদ্যোপাধ্যায়। দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনায় হয়েছে, তাদের পিঠি আন্তরিক সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি বিপদের এই দিনে নেপালের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ‘নেপালের বিপুল সংখ্যক ঘরবাড়ি, জনপদ ও পরিচাঠামোর এই ধাক্কা মালীয়া তাত্ত্ব বর্ণনাসাধ্যক’ বিপর্যয়ের এই কঠিন মুহূর্তে নেপালের সাধারণ মানুষের সঙ্গে পূর্ণ সহতি প্রকাশ করে তিনি উল্লেখ করেন, ‘যে সমস্ত উদ্ধারকারী ও ত্রাণকর্মী প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও জীবন বাঁজ রেখে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের এই প্রচেষ্টা নিঃসংকোচে প্রশংসনীয়’ একই সঙ্গে, দুর্ঘটনা আহত ব্যক্তিদের আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি। উদ্ধার অভিযান চলার পাশাপাশি এখনও যে সমস্ত মানুষ আটকে রয়েছেন কিংবা নিখোঁজ, তারা যেন দ্রুত ও নিরাপদে ঘরে ফিরে



মাসতে পারেন সেই প্রার্থনাও করেছেন তিনি। নেপালে আচমকা নেমে আসা ভয়াল হড়পা বানমে মূর্তের সংখ্যা ১৬০ ছাড়িয়েছে। একই সঙ্গে সেখানে আটকে পড়া ও নির্ধািত ভারতীয়দের তালিকাযুক্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একের পর এক পর্যটকের নাম। বৃথার সকাল থেকেই নেপালের চিন সীমান্তপ্রাঙ্গণ রসুয়া জেলায় আমচকা নদীর জলস্তর আশঙ্কজনক ভাবে বাড়তে শুরু করে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা অগুরুবলত গিয়ে। চিনের সরকারি সবাদসংগঠিত 'শুন্চিক' জানিয়েছে, বানার দ্বাৰায় চিকিতের গাইবং প্রদেশ-সহ বহু এলাকা তখনই হয়ে গিয়েছে এবং হাতহাতের সংখ্যাও প্রচুর। নেপালের বন্যা পূৰ্বাভাস বিভাগের মতে, রসুয়ায় স্থানীয় ভাবে ভারী বৃষ্টির কারণে এই জলোচ্ছাস হওয়ার সম্ভাবনা বাক। ফলে তিক্ততের চিত্র থেকে জল নেমে আসা কিংবা হিমালয়ে জালাধার ফেটে এই বিপর্যয় ঘটছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নেপাল পর্যটন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বন্যাকবলিত অঞ্চল থেকে বর্তমানে অন্তত ৩৬৪ জন পর্যটক নির্ধািত রয়েছে। রায় সরকারে ২১ জন বিদেশি এবং ৯৬ জন নেপাল নাগরিক রয়েছে।। বাঁসা সরকারের তরফেও নির্ধািত পর্যটকদের খোঁজে নেপাল প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

নজর প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭
আগস্ট) ক্যামাক স্ট্রিট অভিয়েক
বন্দোপাধ্যায়ের দকতর থেকে
লিবারেও খুলে নিতে গেলেন
কলকাতা পুরসভার আধিকারিকেরা।
কোনওরকম নোটিশ বা সঠিক
অর্ডার কপি না দেখিয়েই ক্যামাক
স্ট্রিটে তৃণমূলর কার্যালয়ের
সফটবোর্ড খুলতে আসার অভিযোগ
উঠল কলকাতা পুরসভা ও পুলিশের
বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে
তঁর রাজনৈতিক তরজা শুরু
হয়েছে। ঘটনার পর্ব পরে
তৎক্ষণাৎ সেখানে শোঁচন তৃণমূলর
সেপেভ-এন-কম্যান্ড অভিযে
বন্দোপাধ্যায়। অভিযোগ, পুরসভার
কমীরা অফিসে ঢুকলে তাঁদের বাধা
দিতে গিয়ে গায়ে হাত দেন
অভিয়েক। পুরসভার কমীলের
সজাজে থাকা মারেন, তাঁর কলার
খরেন বলেও অভিযোগ। সরকারি
কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ
উঠছে। অভিযেকের বিরুদ্ধে।
এরপরই অভিযেকের অফিসের
কমীলের সঙ্গে রীতিমতো হাতাথানি
পুলিশের। তৃণমূলর মহিলা
সুপারিশের পুরুকী-মহিলা পুলিশের
মধ্যে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি। পুলিশ ও
পুরসভার এই পদক্ষেপকে
‘দোপাগিরি’ ও ‘গুস্তাগিরি’ বলে
‘তোপা দেগো গোটি’ ঘটনায়
আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ছুশিয়ারি
দিচ্ছেন তিনি। সুত্রের খবর,
কলকাতা পুলিশের তরফেই
পুরসভার অভিযোগ জানানো হয়।
এর ভিত্তিতেই পুরসভার বিজ্ঞাপন
বিভাগের আধিকারিকেরা
বৃহস্পতিবার বিকেলে ক্যামাক স্ট্রিট
এর বৃহস্পতিবার হাট

ক'এমসি-র আধিকারিকরা পুলিশকে
সঙ্গে নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিযেক
বন্দোধ্যায়ের অফিসের সামনে
আসেন। অভিযোগ, কোনও নোটিশ
বা বৈধ অর্ডার কপি না দেখিয়েই
অফিসের বাইরে থাকা সাহিবোর্ড
এবং হোর্ডিং সরতে উদাত হন
তারা। বিষয়টি নজরে আসতেই
খটনাশ্বলে আসেন অভিযেক
বন্দোধ্যায়। পুলিশ ও পুর
আধিকারিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি
স্পষ্ট জানান, কোনও বেআইনি



কাজ তাঁরা বদান্ত করেনে না।
গণমাধ্যমের সন্মুখে ফোঁস উগরে
নিজে অস্বৈর্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,
“আধিকারিকরা অর্ডার কা
দেখাক, তার পর সেই বিষয় নিয়ে
বদরকায় পড়লে কোর্টে যাওয়া হলে
প্রতিগত কারওর পাটি অফিসে
সমীচীনভাবে লগাবো, তা কি
বিজ্ঞেপ্তি ঠিক করবে?” পুলিশের
ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আরও
বলেন, “কেএমসি-র যা তাগিদ,
তার থেকে পুলিশের তাগিদ বেশ।
গরাস কটীর নিয়ে ইনস্পেকশন
করতে এসেছে। অর্ডারে লেখা
রেয়েছে ছবি আট্যাচড, অথচ ছবি
নেই। কমন্সেন করছে ছবি
ডাউনটাইমসন নেই এটা প্রাইভেট

প্রপাটি, আপনারা জ্বরদখল করে
 মূকে এখানে যা হচ্ছে তাহি
 "করুন?" সাধারণ মানুষের করে
 টাকায় পুলিশ ও প্রশাসনের বেতন
 সহ্য মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন,
 "বিজেপি নেতাদের ইশারায় এই
 পল্লীরদের একলাকতত্ত্ব চলছে এবং
 পশুবিধানের উর্ধ্বে কেউ নয়।"
 তত্ত্বমূলকে ভয় দেখানো হচ্ছে
 অভিযোগ করে অভিযের বলেন,
 "এত ভয় কেন? মানুষের ভাটে
 যদি নির্বাচিত হন, তবে সভা-



মিছিলের পারমিশন দেবেন না কেন? তুমুল হাসফুলের দল, ঘাস যত কাটবেন তত বাড়বে।” এই ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি জানান, পুলিশের এই ভেদআহিনী আচরণের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করবেন তিনি। পাশাপাশি, গোটা ঘটনায় আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি পাঠানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানান অভিযেক। পুলিশ বা কেএমসি আধিকারিকরা ফের আসুক, তারা আইনি পথেই এর মোকাবিলা করবেন বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।

নেপালে প্রলয়ে মৃত বেড়ে ৩০০

রাজ্যের নিখোঁজ ৩২
পর্যটকের তালিকা
প্রকাশ নবান্নর!

নজম প্রতিনিধি, কলকাতা ও
নয়াদিঘি, ২৭ আগস্টঃ নেপালের
প্রলয়ঙ্করী হত্যা বানে পরিস্থিতির
প্রতিনিয়ত অনতি ঘটছে। শেষ
পাওয়া খবর অনুযায়ী, হিমালয় ঘেরা
ওই দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে
দাড়িয়েছে অন্তত ৩০০। এখনও
পল্টু নির্খোজ আট শতাধিক মানুষ,
যার মধ্যে ২৮৮ জন ভারতীয়
নাগরিক। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার
আবহেই তৎক্ষণাত্বে দুপুরে
নবান্নের বহুক্ষেত্রে জানানো হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া ৩২ জন
বাসিন্দার সঙ্গে এখনও কোনও
যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।
মোঘা ইতিমধ্যে ওই নির্খোজ ৩২
জন অধিবাসীর নাম ও ঠিকানার
পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছে।
প্রশাসনের প্রকাশিত তালিকা
অনুসারে, নির্খোজদের মধ্যে

সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
নেপালের ঘনিষ্ঠার পর বুধবার রাতেই
এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
অধিকারী জানান, সেখানে আটকে
পড়া ও নিখোঁজ এ রাজ্যের
বাসিন্দাদের সহায়তায় রাজ্য সরকার
সর্বব্যয় চেষ্টা চালাচ্ছে। কাঠমান্ডুর রাজ্য
ভারতীয় দূতাবাস ও নেপাল
প্রশাসনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সমন্বয়
রেখে চলেছে নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী
ভবিশ্যি রাজ্য পুলিশের সদর দফতর
নির্দেশনায় একটি বিশেষ কন্ট্রোল
রুম চালু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার
দুপুরে বিশেষ মন্ত্রকের মুখপাত্র
সংশ্লিষ্ট জয়সবাল এক সাংবাদিক
সম্মেলনে জানান, নেপালের এই
প্রশাসনিক বন্যায় ভারতের বিভিন্ন
রাজ্যের পর্যটকেরা বিপদে পড়েছেন।
রাজ্যতান্ত্রিক হিসাব অনুযায়ী,
সেখানে তামিলনাড়ুর ৩৭ জন,



মাসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ
কমিশনারেট এলাকার ৬ জন,
বিশ্বনাথপুর পুলিশ কমিশনারেট
চব্বরের ৬ জন এবং কলকাতা পুর
এলাকা থেকে ৪ জন রয়েছে। এ
ছাড়াও হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পশ্চিম বর্মানা এবং দার্জিলিং জেলা
থেকেও একাধিক পর্যটক ওই
নির্য়াজের তালিকায় রয়েছে।
নির্য়াজদের পরিবায়ের সদস্যরা
জানিয়েছেন, দুর্য়োগের খবর আসার
পর থেকেই প্রিয়জনদের সঙ্গে সমস্ত
কোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে
গিয়েছে। রাজ্য সরকার দুর্গত
পরিবায়গুলির সঙ্গে নিরস্ত
যোগাযোগ রেখে চলছে। কোনও
ট্রাউল্ডে সংস্থা বা অন্য সূত্রে
পরিজনদের বাতী পাওয়ামাত্রই তা
দ্রুত প্রশাসনকে জানানোর নির্দেশ
দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্র
মারফত জানা গেলে, গত ২১
আগস্ট কলকাতা থেকে ৬৩ জনের
ওই দলটি একটি ভ্রমণ সংস্থার
দ্বায়নে কৈলাস মানস সত্যোবর
মারফে উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল।
পরদিন, ২২ আগস্ট তারা নেপাল
সংস্থায় পূর্ব নির্ধারিত দলটি অনুযায়ী,
পৌছার সকালে দুর্গটি অনুযায়ী,
-তিকত সীমান্ত অতিক্রম করার কথা
ছিল। কিন্তু তার আগেই ভোটকেশী
ও ত্রিশ্রী নীর্য আচমকা হুপ্পা বান
পুরো এলাকা তখনই কবে য়ে এবং
তার পর থেকেই ওই দলটির সদস্য

করবলের ৩৩ জন, পশ্চিমবঙ্গের
৩২ জন এবং অন্যান্য রাজ্যের
আরও ৬১ জন বাসিন্দা আটকে
রয়েছেন। এ ছাড়াও, ত্রিশূলী নদীর
ওপর নিম্নায়মণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে
কাজ করা অন্তত ৭৩ জন ভারতীয়
শ্রমিকও এছাড়াও ৭০ জনের
তালিকায় রয়েছেন। অন্যদিকে
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রাধীরা
জরসওয়ালা জানিয়েছেন,
তামিলনাড়ুর ২১ জন তীর্থযাত্রকে
ইতিমধ্যেই উদ্ধার করে দেশে
ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এছাড়া ভিকতে আটকে থাকা প্রায়
২০০ জন ভারতীয়ও ন্যাশনালিস্ট
কাহ্নে জরুরি পরিস্থিতি মোকবিল
কি নিয়েছেন। সাহায্যের আবেদন
কাঠামুকে সব ধরনের প্রশাসনিক
ও উদ্ধারকাজে সহায়তার আশ্বাস
দিয়েছে ভারত সরকার। ত্রাণ কার্যের
অংশ হিসেবে ভারতীয়
বিমানবাহিনীর বিশেষ সি-১৩০জে
এবং সি-১৭ সামরিক বিমানে করে
আট ৪৭.৫ টন ত্রাণ সামগ্রী
ইতিমধ্যে নেপাল পাঠানো হয়েছে।
বন্যাভূর্ণত নেপাল আটকে পড়া
সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের
সুরক্ষিতভাবে উদ্ধারের জন্য
ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং
কাঠামুতে থাকা ভারতীয় দুতাবাস
২৪ ঘণ্টা পরিস্থিতির ওপর নজর
রাখছে ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে
সময়ম রেক্ষে কাজ চালাচ্ছে।

সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে ভারত-চীনের বড় সমঝোতা
পূর্ব ও মধ্য সেক্টরে এলএসি-তে বাড়ছে হটলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত পরিস্থিতি আরও স্থিতিশীল করতে বড়সড় সমঝোতা হল। পূর্ব ও মধ্য সেক্টরে সামরিক যোগাযোগ আরও জোড়ানোর কার্যকর লক্ষ্যে নতুন স্টেটকমেন্ট এবং অতিরিক্ত সামরিক হটলাইন চালুর বিষয়ে একমত হয়ে গেছে। দুই দেশ। মঙ্গলবার বেজিংয়ে ভারত-চীন সীমান্ত প্রশ্নে বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ে ২৫তম দফার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং চীনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র নেতৃত্বে থাকা স্টেটকমেন্ট পরিস্থিতি নিয়ে ঠোকেমেলা ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি পূর্ব ও মধ্য সেক্টরে সীমান্তবর্তী সামরিক কমান্ডারদের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের জন্য আরও দৃঢ় সামরিক হটলাইন চালুর বিষয়ে সম্মতি হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব ও মধ্য সেক্টরে সীমান্তবর্তী সামরিক

কমান্ডারদের মধ্যে দ্রুত
যোগাযোগের জন্য আরও দুটি
সামরিক হটলাইন চালুর বিষয়ে
সম্মতি হয়েছে। জানা গিয়েছে,
মোটামুটি আটটি বিষয়ে দুই দেশের
মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। তার মধ্যে
অন্যতম হলো জেনারেল বেভেল
মেকানিজম এবং সিনিয়র হায়েস্ট
মিলিটারি কমান্ডারদের বৈঠকের
জন্য আরও দুটি অতিরিক্ত মিটিং
পথে চালিত করা। পাশাপাশি পূর্ব ও
মধ্য সেক্টরে সীমান্তবর্তী সামরিক
কমান্ডারদের মধ্যে দ্রুত
যোগাযোগের জন্য আরও দুটি
সামরিক হটলাইন চালুর বিষয়ে
সম্মতি হয়েছে। ভারত-চীনের মধ্যে
প্রায় ৩,৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ
প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বা এলএস
লিনি টি প্রধান সেক্টরে বিভক্ত-
পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব। সীমান্তে
কোনও সমস্যা তৈরি হলে স্থানীয়
কমান্ডারদের মধ্যে দ্রুত
যোগাযোগের জন্য ইতিমধ্যেই
একাধিক ব্যবস্থা রয়েছে। পশ্চিম

সেক্টরে স্থানীয় কমান্ডারদের জন্য দুটি সক্রিয় সামরিক হটলাইন রয়েছে। পূর্ব সেক্টরেও দুটি হটলাইন চালু রয়েছে। এবার মধ্য ও পূর্ব সেক্টরে আরও যোগাযোগ ব্যবস্থা



তৈরি হলে সীমান্তে ছোটখাটো সমস্যা দ্রুত সমাধানের সুযোগ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। মধ্য সেক্টরের আওতায় রয়েছে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করতে দুই পক্ষই বিদ্যমান কূটনৈতিক ও সামরিক যোগাযোগ



তেরে হওয়া সমস্যার দ্রুত সমাধানের
সিদ্ধান্ত হয়েছে। দুই দেশ আরও
জানিয়েছে, এলএস নিয়ে ভুল
বোঝাবুঝি, ভুল হিসাব বা
অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা এড়াতে
পরিস্থিতির দ্রুত মোকাবিলা করা
হবে। সীমান্তের উপযুক্ত এলাকায়

রাখার প্রতিশ্রুতিও পূর্ণাব্যক্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সীমান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়েও সম্মতি জানিয়েছে দুই দেশ।
 সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এলাসি-গি-থি ব্রিগে ভারত-চীন সম্পর্কের টানাপাড়েদের প্রেক্ষিতে এই সমঝোতাতে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সীমান্ত বিরোধের স্থায়ী সমাধান এখনও হয়নি, তবু যোগাযোগ বাড়ানো এবং স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত সমস্যা মিটানোর ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হচ্ছে।
 জানা গিয়েছে, বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের পরবর্তী অর্থাৎ ২৬তম দফার বৈঠক ২০২৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে আলোচনা দিনে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, এলএসি-এ যোগাযোগ এবং দীর্ঘমেয়াদি সীমান্ত সমাধান-এই তিন ক্ষেত্রেই আরও ও চিনের আলোচনার পরিধি আরও বাড়তে পারে।

সল্টলেক
ক্যাম্পাসে

যাদবপুর কাণ্ড
নিৰ্ণয়ে প্ৰথম বৈঠক

নজর প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭
আগস্টঃ বাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের
সম্প্রতিক অনুষ্ঠিত ঘটনাকে
কেন্দ্র করে গঠিত তদন্ত কমিশনের
গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেল
বৃহস্পতিবার। তবে আন্দোলনের
আহব ও নিরাপত্তার কথা মাথায়
রেখে এই উচ্চপায়ের বৈঠকটি
বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সড়কে
ক্যাম্পাসে না হয়ে সান্দ্রেক
তদন্ত প্রকিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত
করতে বাধ্যশ্রী ছাত্র সংগঠনগুলির
একশ্রেণী কমিশনে ছাত্র-প্রতিনিধিগণ
অন্তর্ভুক্ত করার যে দাবি লাগাতার
তুলে আসছিল, সেই দাবি মানা
তবে এখনও পথশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়
হয়নি। বৈঠকে অংশ নেওয়ার আগে
কমিশনের চেয়ারম্যান তখা
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রবন্ধকুমার
চট্টোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমে প্রকৃতি
হয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের রূপরেখা
স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন,
অভিযোগ চিক কার কার বলে যেকোনো
❶ এপ্রল ও পাতায়...

বইমেলায় নয়া পর্যদকে স্বাগত নেটনাগরিকদের



কলকাতা, ২৭ আগস্ট :১২০২৭ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় সামগ্রিক পরিচালনা, পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশের জন্য গঠিত রাজ্য সরকারের ২৪ সদস্যের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পরামর্শদাতা বোর্ডে সামাজিক মাধ্যমে ইতিবাচক মতামতের প্লাসাই ভারি হল।একটি ডিজিটাল সংবাদ চ্যানেলে এই খবর লিখে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, অধিপতা শেষ গিগেন্ডের? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটায় ২৩৬টি প্রতিক্রিয়া এসেছে তাতে।ভাঃ কল্যাণ ভট্টাচার্য লিখেছেন, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ। অপর একটি প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, সেই কল্যাণ শা থেকে দেখে আসছি। বইমেলা আগুন লাগা দেখেছি ভারতীয় যাদুঘরের ছাদ থেকে। পুলিশকে চাবকানো দরকার। তারপর এক থোড় বড়ি খাড়া। ঘণ্টা বাজানো, কাণ্ডের হাডুড়ির মাথা খুলে পড়া। ত্রিদিবের একাধিকপত্তা মুখ্যমন্ত্রী সেরা পুস্তকপ্রেমী। সবাই ভাবে সারা জীবন এমন যাবে। শুভেদ্ দু ভাবছে সেরা শাসক।সঞ্জয় শ্যাম লিখেছেন, এবার বইমেলা পঞ্চাশ বছরে পড়ল। তাই সব দিক দেখে নিয়ে রাজনীতি কম করে মেলাটা সফল করা উচিত। বিমলেন্দু দাস লিখেছেন, গত পনেরো বছর এই দুজন পোঁ ধরে ছিল, আম ও ছালা এখন দুটোই গেল।আর্চিমান সেন লিখেছেন, কর্মফল ভোগ করতেই হয়, সঠিক সিদ্ধান্ত। সৌভিক হালদার লিখেছেন, দুটোই চটজীবি।স্বপ্নন সেন লিখেছেন, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাস।বেলা বাডার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা। প্রসঙ্গত, নজিরবিহীন ভাবে নতুন পরামর্শদাতা বোর্ডে স্থান পানি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের বর্তমান সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি সুধাংশুশেখর দে।

‘ ব্যক্তিগত স্বার্থে দল, দেশের কোনও লাভে আসবে না’, এনসিপিআই-কে কটাক্ষ দিলীপের



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৭ আগস্ট
সাময়িকভাবে মুখ সঞ্চার জন্য তাঁরা হয়তো একটা আশ্রয় নিয়েছেন। এই রাজনীতি থেকে দেশের কোনও লাভ হবে না। বৃহস্পতিবার ইকো পার্কে এ কথা বলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষা।তিনি বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থে এই রকম পাটি কেউ তৈরি করছেন। আর অন্য কেউ ছাত্রার তলয় দাঁড়াচ্ছে। আমার মনে হয় না, এটি দেশের রাজনীতির কোনও লাভ হবে। দিলীপ ঘোষ বলেন, এই ধরনের আঞ্চলিক পাটি। পাটির খরনাই হয়নি! কেউ জমা পরে নিয়েছেন দলের। কেউ নামই জানত না। এভাবে রাজনীতি হয় না।প্রসঙ্গত, দলত্যাগ আইনে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যাওয়া ২০ সাংসদের সাংসদ-পদ খারিজের দাবিতে স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৯ জুন তিনি এই চিঠি দেন। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার পাঠানো নোটিসে আগামী সাত দিনের মধ্যে ২০ সাংসদকে তাঁদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে। ২০ এনসিপিআই সাংসদকে নোটিস দেওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামনে এসেছে।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাবসংসর্গের স্পেশাল ক্রাইম ড্রাক্সের নির্দেশ অনুযায়ী ঘূপা হচ্ছে।

খেলো ইন্ডিয়া সংলাপ তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ডিভিও কন ফারেলিংয়ের মাধ্যমে ‘খেলো ইন্ডিয়া সংলাপ’-এ বক্তব্য রাখেন। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে মেরা যুব ভারত-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিটি দেশজুড়ে পরিচালিত হয়। দেশের তরুণদের খেলাধুলোয় যুক্ত করা, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাগুলি তুলে ধরা এবং যুব-এক্দ্রিক শক্তিশালী ‘ বিকশিত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধারণা অথবা পরামর্শ প্রদান করাই এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই উপলক্ষ্যে ভার্য়ালি তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১০০ বছর আগে মেজর ধ্যান চাঁদ-জি-র অংশগ্রহণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হকি দল নিউজিল্যান্ড সফর করেছিল। সেই সফরই ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে ১০০ বছরের ক্রীড়া সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আমি সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড সফর করেছি এবং



সেখানেও মেজর ধ্যান চাঁদ-জি-র কথা স্মরণ করেছি। তিনি যে সম্পর্কের সূচনা করেছিলেন, তা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভারত নিরন্তর কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১২ সালের অলিম্পিকে ভারত মাত্র ১৩টি ক্রীড়া ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল এবং আরও ২০টিরও বেশি বিভাগে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করেনি। এর মধ্যে অনেক খেলাধুলোই আমাদের দেশে খুব একটা পরিচিত নয়, অথচ অন্যান্য দেশে এসব ইভেন্টে পদক জয় করে। পদক সংখ্যা বাড়তে হলে ভারতকে এই বিভাগগুলিতেও দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। বিশাল সমুদ্রতট এবং বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল থাকায়-জলক্রীড়া থেকে শুরু করে

নেপাল বিপর্যয়ে আটকে তামিল নাগরিক, বিধানসভায় সরকারের কাছে জবাব চাইল বিরোধীরা

চেন্নাই, ২৭ আগস্ট : নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও বিপর্যয়ের ঘটনায় আটকে থাকা তামিলনাড়ুর নাগরিকদের নিয়ে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিরোধী দলনেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এড়াগ্লাদি কে. পালানিষ্মামী ও বিষয়টি নিয়ে সরকারের কাছে জবাব দাবি করেন। নেপালের বিপর্যয়ে তামিলনাড়ুর ৩৭ জন নাগরিক আটকে থাকার খবর সামনে এসেছে।অনুদানের দাবির উপর আলোচনার অষ্টম দিনে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে বিধানসভায় অধিবেশন শুরু হয়। এরপর জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাব পেশ করেন উদয়নিধি স্ট্যালিন।তিনি বলেন, নেপালের ভয়াবহ বন্যায় ১৬০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলার ৪০ জনেরও বেশি নাগরিক সেখানে আটকে রয়েছেন বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। নেপালে

শীতকালীন খেলাধুলো-সার্কিং ও স্পোর্টস ক্রাইসিংয়ের মতো খেলার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়-উভয়ই ভারতের রয়েছে। তা সত্ত্বেও, বিশ্বমঞ্চে এসব বিভাগে আমাদের উপস্থিতি এখনও নগণ্য।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন ক্রীড়াবিদদের খুঁজে বের করা ও গড়ে তোলা, যারা ২০৩৬ সালে বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে অংশ নেবেন। লাল কেল্লা থেকে আমি ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্য থেকে ক্রীড়া-প্রতিভা খুঁজে বের করার জন্য একটি বড়সড় অভিযানের ঘোষণা করেছি। কোনও শিশুর কেবল আগ্রহের বিষয়টি দেখলেই চলবে না বরং কোন খেলার জন্য তাঁরা প্রাকৃতিকভাবে উপযুক্ত, তা শনাক্ত করে সেই অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমি আপনাদের আশুস্ত করছি, সরকার আপনাদের পাশে থাকবে এবং সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

বিপর্যস্ত নেপালের পাশে ভারত, পাঠানো হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের ত্রাণসামগ্রী



নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : বন্যা বিপর্যস্ত নেপালের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের ত্রাণসামগ্রী পাঠানো ভারত। বৃহস্পতিবার সাড়ে ৬৭ টন ত্রাণসামগ্রী, গুণ্ম এবং খাবারের প্যাকেট পাঠানো হয়েছে।বিশেষমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর এ দিন সমাজ মাধ্যম এন্ড হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, নেপালের জন্য ৩৭.৫ টন এইচএডিআর উৎপাদান, গুণ্ম এবং খাবারের প্যাকেট নিয়ে দ্বিতীয় বিমান রওনা হয়েছে। ভারত নেপাল সরকারের সঙ্গে নিবিা যোগাযোগ রাখছে। ত্রাণ কাজে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।উল্লেখ্য, নেপালের রাসূয়া এবং আশেপাশের এলাকায় ভোটেকাশী নদীতে বুধবার সকালে হঠাৎ বিধ্বংসী বন্যায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ৭০০ জন নিখোঁজ। নিখোঁজদের মধ্যে আছেন বিদেশি নাগরিকরাও। প্রসঙ্গত, নেপালের বন্যায় সেদেশের ৩টি জেলায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

৩ সেপ্টেম্বর বারাগসী পুরসভার সাধারণ সভা

বারাগসী, ২৭ আগস্ট : উত্তর প্রদেশের বারাগসীতে পুরসভা সদনের সাধারণ অধিবেশন আগামী ৩ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত হবে। আগে এই বৈঠক ২৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। অনিবার্ধ কারণে বৈঠকটি স্থগিত করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার পুরসভার জনসংযোগ আধিকারিক সন্দীপ শ্রীবাস্তব এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, মেয়র অশোক কুমার তিওয়ারির নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ৩ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা থেকে মৈদাগিনের টাউন হল সভাগৃহে পুরসভা সদনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের বিষয়ে সমস্ত



কাউন্সিলরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।এদিকে, গত তিন দিন ধরে বারাগসী শহরে বিক্ষোভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। এর জেরে বিভিন্ন এলাকায় জল জমে গেছে। জল দ্রুত সরানোর জন্য পুরসভার কর্মীরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন বলে জানা গেছে।

সূভাষ চন্দ্রের ৬.৫ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধের প্রস্তাবে ‘ অনুমোদন, কংগ্রেসের কটাক্ষ- ‘ এটি হেয়ারকট নয়, মুন্ডন’ নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : মিডিয়া ব্যবসায়ী সূভাষ চন্দ্রের ব্যক্তিগত দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় প্রায় ২২,০০৬.৫৭ কোটি টাকার বকেয়ার বিপরীতে মাত্র ৬.৫ কোটি টাকা পরিশোধের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি)। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাংঘদ জয়রাম রমেশ এই সিদ্ধান্তকে দেউলিয়া ও দেউলিয়াত্ব বিধি (আইবিসি), ২০১৬-র ‘পরিসահ’বলে মন্তব্য করেছেন। তার কটাক্ষ, এটি ‘ হেয়ারকট নয়, বরং ‘বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যম ‘ এক্স’-এদেওয়া এক পোস্টে জয়রাম রমেশ বলেন, ঋণগ্রহীতার বকেয়ার তুলনায় খুব কম অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তাকে আর্থিক পরিত্রাণ্য ‘ হেয়ারকট’ বলা হয়। সূভাষ চন্দ্রের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রস্তাবের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি শুধু হেয়ারকট নয়, কার্যত ‘ মুন্ডন’এবং আইবিসি, ২০১৬-কে সম্পূর্ণ উপহাসে পরিণত করেছে।এনসিএলটি সূভাষ চন্দ্রের ব্যক্তিগত দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় ঋণদাতাদের অনুমোদিত প্রায় ২২,০০৬.৫৭ কোটি টাকার দাবি নিষ্পত্তির জন্য ৬.৫ কোটি টাকার পরিশোধ পরিকল্পনায় অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬.২৫ কোটি টাকা ঋণদাতাদের দেওয়া হবে এবং ২৫ লক্ষ টাকা রাখা হবে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার খরচ হিসেবে।এই প্রস্তাব কার্যকর হলে অনুমোদিত দাবির তুলনায় ঋণদাতাদের প্রায় ৯৯.৯৭ শতাংশ অর্থের দাবি হাতে হবে। এই মালিয়া এলআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স-সহ কয়েকজন ঋণদাতা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিলেন।এর আগে এনসিএলটির দুই সদস্যের বেধে এই বিষয়ে একমত হতে পারেনি। মতপার্থক্যের পর বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারবিভাগীয় সদস্য নীলেশ শর্মাকে তৃতীয় সদস্য হিসেবে নিয়োগ করেন। মঙ্গলবার আইবিসির ১১৪ নম্বর ধারার অধীনে নীলেশ শর্মা ওই পরিশোধ পরিকল্পনায় অনুমোদন দেন।

হিজাবকে ঘিরে সংকীর্ণ রাজনীতি করা উচিত নয়ঃমায়াবতী

লখনউ, ২৭ আগস্ট : হিজাব বিতর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে হুজুন্ন সমাজ পার্টি-র জাতীয় সভাপতি মায়াবতী বলেছেন, এই ধরনের বিষয়কে বড় করে অইনি বিতর্কে না জড়িয়ে ক্ষুল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের সহায়তায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। হিজাব বিতর্কে কেন্দ্র করে কোনওভাবেই ‘সংকীর্ণ রাজনীতি’ করা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।যদিযার সামাজিক মাধ্যম ‘ এক্স’-একটি দীর্ঘ পোস্টে মায়াবতী বলেন, ড. ভীমরাও আয়েদকর জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দিয়ে সংকীর্ণ সূত্রে বেঁধেছিলেন এবং শক্তিশালী ভারত গঠনের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মের মানুষ তাঁদের ধর্মপ্রা়, ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাস অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার রাখেন। তাই সেই অধিকারকে উল্লেখ্য বা তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করে সকলেরই ধর্মীয় বিশ্বাসের পবিত্রতাকে সম্মান করা উচিত।তিনি আরও বলেন, নারীর মর্যাদা, সম্মান এবং পর্দার মতো বিষয়গুলি সংবেদনশীলতার সঙ্গে



দেখা প্রয়োজন। তাঁর মতে, স্কুলের ইউনিফর্ম, চাদর বা হিজাবের মতো বিষয়কে অথবা বড় করে আদালতে আইনি বিতর্কের বিষয় না বানিয়ে ক্ষুল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। এর ফলে এই ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে কেউ সংকীর্ণ রাজনীতি করার সুযোগ পাবে না।মায়াবতী বলেন, বসপা এমন একটি সংগঠন যা সংবেদনশীল দল, যা প্রতটি সমাজের নিরাপত্তা ও সম্মানের নিশ্চয়তায় বিশ্বাসী। ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় রীতি ও বিশ্বাসের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে সকলেরই মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা দেশ ও জনস্বার্থে মঙ্গলজনক হবে। পাশাপাশি বদায়ুহীত আয়েদকরের মূর্তি নিয়ে চলা বিতর্কও দ্রুত মিটিয়ে ফেলার দাবি জানান তিনি।

নেপালে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য উদ্বোগে

এদেশের আত্মীয়রা, সহায়তা নম্বর প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : বন্যাবিধ্বস্ত নেপালে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য উদ্বোগে এদেশের (ভারতের) আত্মীয়রা। তাঁদের জন্য ভারতের তরফে বৃহস্পতিবার সহায়তা নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে।ভারতের উপরন্তিপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন বৃহস্পতিবার সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, নেপালে আকস্মিক বন্যার পর উপরন্তিপতির সচিবালয়ে প্রচুর ফোন আসছে প্রিয়জনদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তাঁদের আত্মীয়দের তরফে। আরও ভালো সমন্বয়ের জন্য, যারা সহায়তা চাইছেন তাঁদের ৯১ ১১ ২৩০৯৪৯৫৪ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের স্কেলারহ্ন নম্বরগুলি হল ৯৭৭ ৯৮৫ ১৩১ ৬৮০৭, ৯৭৭ ৯৭০ ৯১০ ৭৫০০, এবং ৯৭৭ ৯৮১ ০৩২ ৬১১৭। উল্লেখ্য, নেপালের ভোটেকাশী নদীতে হঠাৎ ভয়াবহ বন্যায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ৭০০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজদের মধ্যে বিশেষি নাগরিকরাও রয়েছেন। এই বন্যায় তিনটি জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে খবর জানা যায়।

রাশিফল

মেসঃ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হবে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনি যে কাজই হাতে নিন না কেন, তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হতে পারে।

বৃষঃ আজ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একটি সন্তোষজনক দিন হবে। স্তুতদিন। শিথুনঃআজ আপনার জন্য খুব একটা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন দিন নয় এবং আপনি ছোট ছোট বিষয়েই বিরক্ত হয়ে উঠবেন। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে।শুভদিন কর্কটঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। বুধে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না করতে চেষ্টা করুন। বধু এবং আত্মীয়দের অর্থ সাশ্রয়ের রাশি রাখে। বিবাহের যোগ। সিংহঃ আজ আপনার জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেতে পারে। এটি আত্মউন্নয়ন এবং নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়। কন্যাঃ আজ আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসবে। নিজের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর সময় এসেছে। শুভদিন তুলাঃরক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রেড ওয়াইনের সাহায্য নিতে পারেন। এটি তাদের আরো আরাম দেবে।

বৃশ্চিকঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারেন। অর্থের রায়। ধনঃ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চর্চার প্রতি আপনার আগ্রহ প্রবল হবে। সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হতে দেখা যাবে। শুভদিন মকরঃআজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত বিশেষ হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রশংসা করা হচ্ছে বলে আপনি অনুভব করছেন।শুভদিন কুম্ভঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবেন। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে আপনি আজ অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সুযোগ পেয়ে যাবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে। মীনঃআপনাদের মধ্যে যারা যারা সাম্প্রতিককালে সময়ের বেশি খটিছেন এবং তাও আবার আপনার শক্তি হারিয়ে- হারিয়ে দিলেন আপনার চাওয়া শেষ জিনিসটিই হবে এক চাপ এবং উভয়ক্ষন্টের দিন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

আবহাওয়া

রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৮ থেকে ৮৫ শতাংশের মধ্যে থাকার কারণে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা হতে পারে বারাসিদ্দাদের।উত্তরবঙ্গে সক্রিয় রয়েছে বর্ষা। নেপাল ও ভূটান সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর্নদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় আবহাওয়া দক্ষতার থেকে বিশেষ সতর্কতা জারি করছে। এই জেলাগুলিতে ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। এ ছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাতসহ বৃষ্টির জেরালাে সম্ভাবনা রয়েছে।পাহাড়ি অঞ্চলে একটানা বৃষ্টির কারণে পাহাড়ে ধস নামার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের প্রস্তুত থাকতে এবং সাধারণ মানুষকে আবহাওয়ার আপডেটে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। দুপুরের পর কয়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বৃষ্টির পরও বাতাসে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বহাল থাকবে। খোলা জায়গায় করণত মানুষ এবং কৃষকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্নম হয় ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৭ শতকরা। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০মিনিটে। ভাট-বেলা ০২টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫ টা ৬০মিনিটে হতে পারবে এবং অস্ত্র যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারে।

জায়গা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে মারামারি, গ্রেফতার

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী এক মহিলার সঙ্গে বচসা, গল্পগোল ও মারামারির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করাছে।জয়নগর থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার জয়নগর থানার বামুনগাছি মণ্ডলপাড়ায় জায়গা জমি নিয়ে প্রতিবেশী এক মহিলার সঙ্গে পবিত্র মণ্ডলের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ,বচসা ক্রমেগন্ডগোল ও মারামারির আকার নেয়। ঘটনায় ওই মহিলা জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে জয়নগর থানার পুলিশ। তদন্তের পর বুধবার বামুনগাছি মণ্ডলপাড়ার বাড়ি থেকে পবিত্র মণ্ডল (২৬) নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জয়নগর থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার গৃহ পবিত্র মণ্ডলকে জয়নগর থানা থেকে বারকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বাড়িতে মজুত বেআইনি অস্ত্র ও গুলি, গ্রেফতার মালিক

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : বাড়ির ভিতরে গোপনে মজুত করে রাখা হয়েছিল বেআইনি অস্ত্র ও গুলি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে দু’টি দেশি লং পাইপ গান এবং দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করল কুলতলি থানার পুলিশ। ঘটনায় বাড়ির মালিক ইলিয়াস মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বেশ কিছুদিন ধরেই কুদ্দখালি গোলাবর পঞ্চায়েতের আলটোখালি গ্রামের বাসিন্দা ইলিয়াস মণ্ডলের উপর নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। বুধবার সেই তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় কুলতলি থানার আই সির নির্দেশে পুলিশের একটি দল। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ইলিয়াস তাঁর বাড়িতে বেআইনি অস্ত্র লুকিয়ে রাখার কথা স্বীকার করেন। এরপর তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় দু’টি দেশি লং পাইপ গান এবং দুই রাউন্ড কার্তুজ। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ইলিয়াস মণ্ডলকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে এই অস্ত্রগুলি কোথা থেকে এল, কী উদ্দেশ্যে বাড়িতে মজুত করা হয়েছিল এবং এর পিছনে কোনও চক্র বা আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্রের উৎস এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার কুলতলি থানা থেকে বারকইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

আড়াই কোটি টাকার সোনা ও নগদ সাড়ে ১২ লাখ টাকা উদ্ধার

দূরস্বভাবা, বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : ফের চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাফল্য, বুধবার রাতে উত্তরপাড়ার চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে উত্তরপাড়া থানা এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সঞ্জয় মজুমদারের বাড়িতে পুলিশ হানা, উদ্ধার প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা ও ১ কেজি ৫৩ গ্রাম সোনা টাকা। রাত আচমকাই বাড়িতে ‘রেড’ করেছিল পুলিশ। হককে মিনিট আগেও সেই তল্লাশি অভিযানের আভাস পেলে হয়তো টাকা-পয়সা লুকানোর চেষ্টা করা নেত। কিন্তু সেই সমারূঢ়কুণ্ডে মনেলি। তার আগেই দরজা কড়া নাড়ে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত বুঝতে না পেরে পুলিশ পোষা ডোবারম্যানকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুলিশকর্মীদের। কিন্তু তার পরেও টাকা লুকানোর জায়গা ও সময় মেলেনি। তাই বাধা হয়েই বাড়ির ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলা হয় দলক লক্ষ টাকা আর সোনাগয়না। দলক উত্তরপাড়ার তিন নম্বর কঁাসারিপুকুর রোডের বাসিন্দা সঞ্জয় মজুমদার সাঁটা বুকি সঞ্জয় মজুমদার ওরফে বাপির বাড়িতে পুলিশের হানা। বাড়ি ধরা ও জুয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনায়, ডিসিপি (ডিডি) রূপান্তর সেনগুপ্ত জানান ডিডি চন্দননগর এর উদ্যোগে উত্তরপাড়া পুলিশের সহায়তায় চন্দননগর পুলিশ দুজনকে গ্রেতার করেছে। পুলিশ তাদের কাছ থেকে নগদ প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা, এক কেজি ৫৩১ গ্রামের সোনা,পাণ্য কার্ড, ড্রাইভেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আরও ১৮ জন সম্ভেদহস্তধারের জড়িত থাকার বিষয়টি জানা গেছে এবং তাদেরও শ্রীঘ্নই গ্রেপ্তার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়ে ধোঁয়াশা ! ‘ভ্রান্তি’ কাটাতে বড় উদ্যোগ লালবাজারের

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভিডিটিতে থাকা পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের কাছে দায়িত্ব সংক্রান্ত নির্দেশ আরও স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিতে নয়া উদ্যোগ নিল লালবাজার। এবার থেকে মিছিল, বড় সমাবেশ, বিকোভ কিংবা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইন শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতিতে অধস্তন পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের কী করণীয়, তা ভিডিওর মাধ্যমে জানাতে হবে। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দার নির্দেশে এই ব্যবস্থা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর। পুলিশ সূত্রে



জানা গিয়েছে, শরবে বড় কোনও মিছিল, সমাবেশ বা বিক্ষোভ কর্মসূচির আগে সাধারণত সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্তারা তাঁদের অধস্তন আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে ব্রিগ্ ফিং করেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী কোথায় কী দায়িত্ব থাকবে, কীভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কোনও অস্বীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে কী পদক্ষেপ করতে হবে, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই লালবাজারের নজরে আসছিল, ব্রিফিংয়ে দেওয়া নির্দেশ সবসময় একইভাবে নিতুলতার প্রত্যেক পুলিশকর্মীর কাছে পৌঁছেছে না। বিশেষ করে ভিডিটিতে থাকা কর্মস্টেলন থেকে শুরু করে সাব ইন্সপেক্টর বা অন্যান্য অধস্তন আধিকারিকদের একাংশ অনেক সময় নিজের নির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঔয়াকবিহাল থাকছেন না বলে অভিযোগ উঠছিল। পদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে নির্দেশ আদানপ্রদান হলেও মঠপর্যায়ে সেই নির্দেশের প্রতিক্রিয়ান সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামালানোর সময় বিস্মৃতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এই সমস্যা দূর করতেই এবার প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার।

দুধ গরম বিতর্কের পর কোথায় রয়েছেন তিনি ? সরকারি আশ্রয় নিতে নারাজ সীতা !

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে দুধ গরম করা নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে আসা সীতাদেবী এখনও সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে রাজি নন। কলকাতা পুরসভা ও পুলিশের তরফে একাধিকবার তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় থেকেছেন তিনি। যদিও তাঁর মেয়ে পূজা পুরসভার ব্যবস্থাপনায় সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে রাজি হয়েছেন। অন্যদিকে সীতা ও তাঁর ছোট দুই মেয়েকে নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক সঞ্জল ঘোষ। বিতর্কের সূত্রপাত কয়েক দিন আগে। পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে নাতির জন্য দুধ গরম করছিলেন বৃদ্ধা সীতা। ফুটপাথে আগুন জ্বালিয়ে দুধ গরম করার ঘটনায় বে কোনও মুহুর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁকে ওই কাজ বন্ধ করতে বলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালা। সেই ঘটনার ভিড়িয়ে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় বিতর্ক। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, অসহায় এক বৃদ্ধার সঙ্গে পুরমন্ত্রীর আচরণ নিয়ে। পরে বিষয়টি আরও বড় রাজনৈতিক বিতর্কের আকার নেয়। ঘটনার পর জানা যায়, সীতার কোনও স্থায়ী বাড়ি বা থাকার জায়গা নেই। প্রায় ৫০ বছর ধরে পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথেই তাঁর টিকানা। বিষয়টি সামনে আসার পর তাঁকে সরকারি আশ্রয় দেওয়ার উদ্যোগ নেয় প্রশান। বিতর্কের আবহেই বিজেপির রাজ্য দপ্তরে সীতার সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তাঁর সঙ্গে কথা বলে আস্থা প্রকাশ করেন সীতা। এরপরই কলকাতা পুরসভাকে তাঁর এবং পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার থেকে পুরসভা এবং কলকাতা পুলিশ যৌথভাবে সীতাকে নিরাপদ সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার



নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে সজল ঘোষ জানান, তাঁরা নিরাপদ আশ্রয়েই রয়েছেন। তাঁর দাবি, দলের কর্মীদের বাড়িতে সীতা ও তাঁর দুই মেয়েকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিতর্কের পর অগ্নিমিত্রা পাালও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, কোনও শিশুর মখের দুধ কেড়ে নেওয়া হয়নি। নিরাপত্তার কারণে ফুটপাথে আগুন জ্বালিয়ে দুধ গরম না করতে বলা হয়েছিল। তবে বিষয়টি আরও সংবেদনশীল ভাবে বোঝানো উচিত ছিল বলেও তিনি স্বীকার করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপাউত্তরেও তীব্র হয়েছে। সোমবার সেন্সিবল লাইভে এই সঙ্গে কোনে কোভ প্রকাশ করেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। পালাটা তাঁকে নিশাচক মনুম্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফরে একমত ফুটপাথবাসী বৃদ্ধার দুধ গরম করার ঘটনাকে ঘিরে শুরু হওয়া বিতর্ক এখন পরিণত হয়েছে প্রশাসন, নানাবিক্রতা এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা নিয়ে বড় আলোচনায়। তবে আপাতত সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রেই কোনও সীতা ও তাঁর দুই মেয়ের নিরাপদ ও স্থায়ী থাকার ব্যবস্থা কতটা নিশ্চিত করা যায়।

ভয় দেখিয়ে জমির চুক্তিতে সই করানোর অভিযোগ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একের পর এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দূনীতি ও অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই আবহেই এবার কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর বাসি ঘোষের বিরুদ্ধে ভরা দেলিয়ে জমি সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে সই করানোর অভিযোগে উঠল। অভিযোগকারিণী অনিতা সাউয়ের দাবি, বহুতল আবাসন নির্মাণের জন্য তাঁর জমি কার্যত ভরা দেখিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পরে চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য টাকা না মেলায় তিনি শ্যামপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই দস্ত শুক্র করেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর কলকাতার ৫ নম্বর গোপী মাহেন দত্ত লেনের বাসিন্দা অনিতা সাডি গত ২৫ আগস্ট শ্যামপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, ২০২০ সালে বাসি ঘোষ এবং তাঁর সহযোগীরা তাঁকে কার্যত জোর করে একটি চুক্তিপত্রে সই করান। ওই জমিতে একটি বহুতল আবাসন নির্মাণও ছিল চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। চুক্তিতে জমির বিনিময়ে অভিযোগকারিণীকে একটি ফ্ল্যাট, একটি দোকানঘর এবং নগদ অর্থ দেওয়ার কথা উল্লেখ ছিল বলে দাবি তাঁর। অনিতার অভিযোগ, বহুতল নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পর তাঁকে একটি ফ্ল্যাট এবং একটি দোকানঘর দেওয়া হলেও চুক্তিতে উল্লেখ থাকা নগদ টাকা দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, পাওনা টাকা চাইলে বারবার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে

সাঁটা কারবারির বাড়িতে পুলিশের অভিযান, ডোভারম্যান লেলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ !

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : উত্তরপাড়ায় সাঁটা কারবারির বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে কার্যত বাধার মুখে পড়তে হল তদন্তকারীদের। অভিযোগ, অভিযানে যাওয়া পুলিশ ও তদন্তকারীদের উপর পোষা ডোভারম্যান কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। তবে সেই বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। আর সেই অভিযানে বাড়ির ছাদ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা এবং সোনার গয়না ফেলে দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ছাদ থেকে প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা এবং দেড় কেজির বেশি সোনার অলঙ্কার উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত সাঁটা কারবারি সঞ্জয় মজুমদার ওরফে বাপি এখনও পলাতক। ঘটনাটি উত্তরপাড়ার তিন নম্বর কঁাসারি পুকুর রোডের। বুধবার রাতে বাপির বাড়িতে অভিযান চালায় চন্দননগর পুলিশ। অভিযানে আধা সামরিক বাহিনীও সঙ্গে ছিল বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যক্তির উপর পুলিশের নজর ছিল। এলাকায় সাঁটার কারবারি পরিচালনার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই সূত্রেই বুধবার রাতে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানের শুরুতেই তদন্তকারীদের সমন্বায় মুখে পড়তে হয়। দীর্ঘক্ষণ বাড়ির দরজা খোলা হয়নি। এরপর অভিযোগে ওঠে, বাড়ির ভিতর থেকে পোষা ডোভারম্যান কুকুরকে তদন্তকারীদের দিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামলে কোনওরকমে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন তদন্তকারীরা। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তদন্তকারীরা বাড়ির ভিতরে ঢোকার পরই পরিস্থিতি আরও চাঞ্চল্যকর হয়ে ওঠে। অভিযোগ, তল্লাশি শুক্র রোজছে বুঝতে পেরে বাড়ির ছাদ থেকে নগদ টাকা এবং সোনার গয়না বাইরে ছুড়ে

অগ্নিমূল্য বাজারে স্বস্তির আশায় অভিযান, জয়নগর মিত্রগঞ্জ বাজারে প্রশাসনের হানা



দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : বাজারে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিখাস উঠেছে সাধারণ মানুষের। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে তেল, চিনি এবং বিভিন্ন আনাজ; নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর চড়া দামে সংসার চালাতে কার্যত হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা। এই পরিস্থিতিতে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের নির্দেশে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক নজরদারি ও অভিযান। তাহাই অংশ হিসেবে বৃহ-পতিবার সকালে জয়নগর মিত্রগঞ্জ বাজারে অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট বাধ্। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন মিত্রগঞ্জ বাজারে এদিন বারকইপুর মহকুমা প্রশাসন এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাফের আধিকারিকরা বিভিন্ন দোকান গিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম খতিয়ে দেখেন। নির্ধারিত বা যুক্তিসঙ্গত দামের তুলনায় কোনও পণ্য বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে কি না, ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফা করছেন কি না এবং পইকারি ও খুচরো বাজারে দায়ের করার কতটা; মূলত এই বিষয়গুলিই নজরে ছিল প্রশাসনের। অভিযানের সময় বাজারের বিভিন্ন দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন আধিকারিকরা। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, আদা, তেল, চিনি ও আনাজ-সহ বিভিন্ন পণ্যের ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য কেনার নথিপত্র রয়েছে কি না, তাও পরীক্ষা করা হয়।এদিন বাজারে ব্যবহৃত বাটিকড়াও পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা। পণ্য ওজনের ক্ষেত্রে কোনও কারচুপি হচ্ছে কি না, ক্রেতারা সঠিক পরিমাণে সামগ্রী পাচ্ছেন কি না; সেই বিষয়েও নজর দেওয়া হয়। দোকানে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শিত হচ্ছে কি না এবং ক্রেতাদের কাছ থেকে নির্ধারিত মূল্যের বেশি বাধা চানো হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়। শুধু ব্যবসায়ীদের উপর নজরদারি চালিয়েই থেমে থাকেনি প্রশাসন। বাজারে আসা সাধারণ ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন আধিকারিকরা। কোনও পণ্য কিনতে গিয়ে তাঁদের অতিরিক্ত দাম দিতে হচ্ছে কি না, নির্দিষ্ট কোনও সামগ্রীর দাম নিয়ে সমস্যা রয়েছে কি না; সেই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য নেওয়া হয়। এদিনের অভিযানে নেতৃত্ব দেন বারকইপুর মহকুমা ডিএমএডিসি পারমিতা চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পুরসভার একাধিক আধিকারিক, জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা এবং খাদ্য দফতরের আধিকারিক। তাঁরা বাজারের বিভিন্ন অংশ ঘুরে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বিক্রির ক্ষেত্রে অযথা দাম বাড়ানো যাবে না। নির্ধারিত ও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হবে। কোনও ব্যবসায়ী অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ প্রমাণিত হলে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়। প্রশাসনের দাবি, বাজারে অযথা মূল্যবৃদ্ধি রূপতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে। বিশেষ করে উৎসবের মরশুম বা কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। অনেক সময় কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানোর অভিযোগে ওঠে। সেই সূযোগে কোনও ব্যবসায়ী যাতে অতিরিক্ত মুনাফা করতে না পারেন, তার জন্য নজরদারি আরও জোরদার করা হবে। প্রশাসনের একাধিক দফতরের আধিকারিকের উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবারের অভিযানকে ঘিরে মিত্রগঞ্জ বাজারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ দেখা যায়। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে বাজার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রির অভিযোগ কমবে বলে আশা ক্রেতাদের। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকেও সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোনও পণ্য কেনার সময় প্রদর্শিত মূল্য ও নির্ধারিত দাম জাতীয় করে নেওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত দাম নেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট মজুরকে জানাইলার আবেদন করা হয়েছে। বাজারদর স্বাভাবিক রাখা এবং ক্রেতাদের স্বার্থ সুদৃষ্টি কতে আগামী দিনেও এই ধরনের নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের তরফে এদিন জানানো হয়েছে।

নেপালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে নিখোঁজ হাওড়ার অনীতা



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : নেপালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে নিখোঁজ হাওড়ার ৬৮ বছরের অনীতা, উৎকণ্ঠায় পথটিকে পরিবার। নিখোঁজ মহিলার নাম অনীতা দাস। সর্কারহিল থানার অন্তর্গত আদুল হাটগাড়া এলাকার বাসিন্দা অনীতা দেবী গত ২১ আগস্ট কলকাতার এক ট্রার অপারেরের মাধ্যমে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রায় বেরিয়েছিলেন। কিন্তু নেপালে ভয়াবহ হড়পা বান ও জলপ্লাবনের খবর সামনে আসার থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান না মেলায় চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কৈলাস-মানস সরোবর নাওয়ার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল অনীতা দেবীর। সেই ইচ্ছাপূরণ করেইেই তিনি একাই তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। গত মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ ছেলের সঙ্গে তাঁর শেখবার কথা হয়। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা নেপাল-ভিকত সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় রয়েছেন এবং কিছুক্ষণ পর পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। এরপরই নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর আসে। পরিবারের সদস্যরা অনীতা দেবীর মোবাইল একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও ফোনে কোনও সাড়া মেলেনি। পরে সংশ্লিষ্ট ট্রার এজেন্সির সঙ্গেও যোগাযোগ করেন তাঁরা। এজেন্সির তরফেও অনীতা দেবীর খোঁজে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে বলে পরিবারকে জানানো হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। মোবাইল ফোনটিও বন্ধ রয়েছে বলে পরিবার সূত্রে খবর। বৃহস্পতিবার সকালে অনীতা দেবীর বাড়িতে তার সঙ্গে পরিবারের পাশাপাশি আধিকারিকরা। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি নিখোঁজ বৃদ্ধার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁরা। পুলিশ জায়গায় গিয়ে অনীতা দেবীর সন্ধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাধা হচ্ছে এবং কোনও তথ্য পাওয়া গেলে তা পরিবারকে জানানো হবে। পরিবারের পক্ষ থেকেও ভবানী ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি অনীতা দাস সম্পর্কে কোনও ব্যক্তি কোনও তথ্য পেলে দ্রুত পুলিশকে জানানোর আবেদন জানানো হয়েছে। প্রিয়জনের কোনও খোঁজ না পাওয়ায় কার্যত দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে অনীতা দেবীর পরিবারের।

বিপজ্জনক রেললাইন পারাপারের অভিযোগ, বন্দেভারতের ধাক্কায় ব্যক্তির মৃত্যু

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বালি, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : বিপজ্জনক রেললাইন পারাপারের অভিযোগ, বন্দেভারতের ধাক্কায় ব্যক্তির মৃত্যু। বালি স্টেশনে ঢোকার মত বৃহস্পতিবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (৪০)। তিনি দিল্লিশেষরের বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ আর হাওড়া-শিলিগুড়ি বন্দেভারত এক্সপ্রেসে বালি স্টেশনধনে দিকে এগুচ্ছিলেন। সেই সময়ই রেললাইনের কাছে ওই ব্যক্তি চলে আশ্রয় ড্রেনের ধাক্কা ওরফতর আহত হন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রেল ঘটনাস্থলে পৌঁ যায় বেবুড় জিআরপি। রেল পুলিশের কর্মীরা দ্রোহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান। দুর্ঘটনার পর প্রাথমিকভাবে পরিচয় জানা যায়নি। পরে রেল পুলিশের তদন্তে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক অনুমান, বুকি নিয়ে রেললাইন পারাপারের সময়ই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে ঠিক কীভাবে ওই ব্যক্তি রেললাইনে পৌঁছেছিলেন এবং দুর্ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে রেল পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

কৈলাস-মানস সরোবর দর্শনে নেপালে গিয়ে হড়পা বানে নিখোঁজ শিক্ষিকা



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ডহারবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : ডায়মন্ড হারবার জীবনে একবার হলে ও কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করবেন;দীর্ঘদিনের সেই স্বপ্ন ছিল ডায়মন্ড হারবারের সারিয়ার অভাঙ্গী পাড়ার বাসিন্দা কেয়া প্রামাণিকের। আর সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষেই গত ২১শে অগস্ট সহকর্মীদের সঙ্গে নেপালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ৫৭ বছরের কেয়া। পেশায় তিনি কানিংগয়ের তালদি সুরাবালা গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা। পাহাড় এবং ভ্রমণের প্রতি বরাবরই ছিল তাঁর বিশেষ চান। কিন্তু নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ না মেলায় এখন গভীর উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে নেপালে গিয়েছিলেন কেয়া। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন। নেপালে পৌঁছানোর পর পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রাখছিলেন তিনি। কিন্তু গত ২৩ শে অগস্ট শেষ বার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই নেপালের উত্তরাঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি ও হড়পা বানের খবর সামনে আসে। প্রাকৃতিক দুর্ঘেগে বিস্তীর্ণ এলাকায় বিপর্যয় হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা। বৃষ পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দার অবস্থান নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সেই পরিস্থিতিতেই কেয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় পরিবারের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বারবার ফোন করেও সাড়া না মেলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কেয়ার পরিজননোরা। তিনি ঠিক কোথায় রয়েছেন, নিরাপদে আছেন কি না, তাঁর সঙ্গে থাকা সহকর্মীদের কী অবস্থা; কোনও প্রপ্নেরই এখনও নিশ্চিত উত্তর মেলেনি। কেয়ার ভাই ধীরাঞ্জ রায় জানান, ছোটবেলা থেকেই তাঁর দিদির খেলাধুলা এবং মোরায়ুরির প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে পাহাড় তাঁকে বরাবরই আকৃষ্ট করত। সুযোগ পেলেই তিনি পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন। ধীরাঞ্জ রায়ে়র কথায়, বর্দদি ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার মধ্যে বড় হলে। যুগতে খুব ভালবাসত। পাহাড়ের প্রতি একটি আলাদা টান ছিল। প্রতিবছরই পাহাড়ে যেত। এবার ২১শে অগস্ট নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল কৈলাস এবং মানস সরোবর দর্শন করার জন্য।

বেপরোয়া গতির বলি দুই যুবক, বাইপাসে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নরেন্দ্রপুর, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ : ফের বেপরোয়া গতির বলি দুই যুবক। বুধবার গভীর রাতে নরেন্দ্রপুর থানার গড়িয়া কামালগাঞ্জ বাইপাসে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। ঘটনায় আরও দুই যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় নেমে এসেছেশোকের ছায়া।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে চার যুবক একটি চাচাকা গাড়িতে করে কামালগাঞ্জ বাইপাস ধরে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটছিল। গাড়িতে থাকা চার যুবক মদ্য অবস্থায় ছিলেন বলেও দাবি স্থানীয়দের। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কামালগাঞ্জ বাইপাসের একটি বেসরকারি স্কুলের সামনে আমচাকই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাডার ধরে থাকা প্রাচীরে সঙ্গেের ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুর্ঘটনার অভিভায় এতটাই উত্তর ছিল যে গাড়িটির একেধা বালু মুদ্রাড়ে-মুচড়ে যায়। পাশাপাশি ভেঙে বায় স্কুলের প্রাচীরেরও একটি অংশ। গভীর রাতে বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় নরেন্দ্রপুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত চার যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসকরা দু’জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত দুই যুবকের নাম সায়িক সেন (২৬) এবং শৌকিক ভট্টাচার্য (২৫)।দু’জনেরই বাড়ি মাদপুর থানার বিজয়গড় এলাকায় বনে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনায় আহত আরও দুই যুবক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার তদন্তেই দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কী কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, দুর্ঘটনার সময় গাড়িটির গতি কত ছিল এবং চালক আদৌ মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না; সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি গাড়িটিও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বেপরোয়া গতি এবং অসতর্কভাবে গাড়ি চালানোর কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। তবে রাতেরবাইপাসে ফের এমন মর্মান্তিক ঘটনার যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং পথ নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬৭ সংখ্যা, শুক্রবার , ১০ ভাদ্র, ১৪৩৩ শুক্রবা

আজাদ রেডিও

দিস ইজ কংগ্রেস রেডিও কলিং অন ৪২.৩৪ মিটার্স ফ্রম সামহোয়ার্য় ইন ইন্ডিয়া...১৯৪২ সালের ২৭ অগাস্টের সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ের (বর্তমান মুম্বাই) চৌপাটির এক গোপন ঘরে ইথার তরঙ্গ কাঁপিয়ে ভেসে উঠেছিল এই ২১ বছরের এক তরুণীর দৃঢ় কণ্ঠস্বর। তরুণীর নাম উষা মেহতা। ব্রিটিশ রাজের সর্বাত্মক সেঙ্গরশিপ ও সংবাদমাধ্যমের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিন্নভিন্ন করে সেদিন জন্ম নিয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে দুঃসাহসিক ‘আভারগাউন্ড’ বা গোপন বেআইনি মাধ্যম;কংগ্রেস রেডিও (বা আজাদ রেডিও)। ৮ অগস্ট ১৯৪২, মহাত্মা গান্ধী ভাক দিলেন ভারত ছাড়ো এবং উচ্চারণ করলেন সেই ঐতিহাসিক মন্ত্র;কর সঙ্গে ইয়া মরুসে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজি, নেহরু, প্যাটেলসহ শীর্ষস্থানীয় সমস্ত ভারতীয় নেতাকে বন্দী করল এবং ন্যাশনাল কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। আদোলন যখন নেতৃত্বহীন এবং বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, ঠিক তখনই প্রযুক্তির শক্তিকে অস্ত্র করার এক অভূতপূর্ব পরিকল্পনা মাথায় আসে ২২ বছরের ছাত্রী উষা মেহতা ও তাঁর তরুণ সঙ্গীদের। কীভাবে গড়ে উঠল এই ‘ছায়া রেডিও’? ব্রিটিশ সরকার রেডিও ট্রান্সমিটার রাখা বেআইনি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু শিকাগো রেডিও-র মালিক নানিক মোটওয়ার্লিন সহায়তায় গোপন যন্ত্রাংশ জোগাড় করে তৈরি করা হয় একটি শক্তিশালী ট্রান্সমিটার। উষা মেহতার সাথে এই মাস্টারমাইন্ডে ছিলেন ড. রামমোহনর লোহিয়া, ভিঠলভাই জাভেরি, বাবুভাই ঠক্কর এবং বিশিষ্ট অপেশাদার রেডিও অপারেটর নরিনাম প্রিন্টার। প্রতিদিন সম্প্রচার শুরু হতো কবি ইকবালের ‘সার জে জি এস আচ্ছা’ গান দিয়ে এবং শেষ হতো ‘বন্দে মাতরম্’ সুরের মন্ত্রনায়। ড. লোহিয়া ইংরেজিতে ও উষা মেহতা হিন্দিতে সেঙ্গরবিহীন খাটি খবর পাঁছে দিতেন দেশবাসীর কাছে। পুলিশের সাথে ইঁদুর-বিড়াল খেলা। ব্রিটিশ সিআইডি ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পাগলের মতো শহরের অলিতে-গলিতে ট্রান্সমিটারের সিনগ্যাল খুঁজতে থাকে। ধরা পড়ার হাত

থেকে বাঁচতে তারা কয়েকদিন পর পরই রেডিও স্টেশন পরিবর্তন করতেন। সুটকেসে ভরা ট্রান্সমিটার ভরে পরিবারের ছদ্মবেশে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন তারা। চৌপাটির ‘সী ভিডি’ বিল্ডিং থেকে শুরু করে গিরগড়, মাহালক্ষ্মীর প্যারাদাইস বাংলা;প্রতিটি অঙ্গনা থেকে প্রচারিত হতো স্বাধীনতার বার্তা। পতন ও অমর ইতিহাস। মাত্র ৮৮ দিনের কার্যকালে ব্রিটিশ সরকারের ঘুস্মের আমেজ কেড়ে নিয়েছিল এই গোপন রেডিও। অবশেষে ১৯৪২ সালের ১২ নভেম্বর, এক ভারতীয় টেকনিশিয়ানের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রিটিশ পুলিশ ঘিরে ফেলে তাঁদের গোপন ডেরা। লাইভ সম্প্রচার চলাকালীনই গ্রেপ্তার হন উষা মেহতা ও তাঁর সঙ্গীরা। পুলিশের নির্মম অত্যাচার ও চার বছরের কঠোর কারাদণ্ড সত্ত্বেও উষা মেহতা মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন;একটি গোপন তথ্যও ফাঁস করেননি। কংগ্রেস রেডিও ছিল পরাধীন ভারতের আকাশপথে মুক্ত আকাশের বার্তা। ২৭ অগাস্টের সেই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা দিবসটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কণ্ঠরোধ করার শাসক যতই শক্তিশালী হোক না কেন, স্বাধীনতার সত্য বাণী প্রচারের জন্য কোনো না কোনো পথ তৈরি হয়েই যায়। ভারতের স্বাধীনতাজন্য বহু লোক প্রাণ দিয়েছে। সেই সব লোকের কথা আজকে ভারতবাসীরা জানে না বলতে গেলেই চলে। ভারতবাসীরা ভুলে গেছে যে প্রাণের বিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল।

বিশ্বকবি’র মা

মাত্র ছ’বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। জীবিত সন্তানের মধ্যে সর্বশেষ সন্তান, রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় তাঁর বয়স ৩৪-এর মত। রবীন্দ্রনাথ কী ইতিহাসে উপেক্ষিতা সেই মায়ের কথা মনে রেখেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’-তে তাঁর শিশুজীবনের এক পরকে ‘ভূতরাজক তন্ত্র’ আখ্যা দিয়েছেন। সারাদিন ভূতরাজক তন্ত্রের মধ্যে থাকলেও এক পর্যায়ে রাত্রে শোবার সময়ে মায়ের ঘরে তাঁর আশ্রয় মিলতো। বিভিন্ন স্মৃতিকথার সূত্রে জানা যায়, মায়ের ঘরে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র শয্যায় শুতেন। মা কোনও দিন গল্প গুনিয়ে বা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তাঁকে ঘুম পাড়াতেন কি না এমন তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’-তে বলেছেন, “ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম মায়ের ঘরে। মা তখন তাঁর খুড়ীকে নিয়ে তান ফেলছেন...এমন উৎপাত বাড়িয়ে দিতুম যে, তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন ‘জ্বালাতন করলে, খুড়ী ওদের গল্প শোনো ও গে’। আমরা বাঁচরের বারাদার ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে গুরু হত দৈত্যপূরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা। মাঝখানে আমারই ঘুম ভাঙায় কে”। মাতৃস্নেহ না পেলেও মায়ের স্বাভাবিক স্নেহে প্রশ্রয় থেকে রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিত হননি। যাত্রাপালা দেখার ইচ্ছে নিয়ে অসময়ে ঘুমিয়ে এসে রাবীন্দ্রনাথকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দিয়েছেন সারদা দেবী। মাস্টার এখানেই পড়াতে, রবীন্দ্রনাথ পড়া ফাঁকি দিতে চান। বাণিয়ে মাকে বলতেন পেট কামড়ানির কথা। তারপর, রবীন্দ্রনাথ বলেনছেন, “শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয়নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, ‘আচ্ছা মা মাস্টারকে জানিয়ে দে, আড় আর পড়াতে হবে না’। ঠাকুরবাড়ির সব ছেলেরকৈ ছোট বেলায় পালায়ানোর কাছে কুস্তি শিখতে হতো। এতে গায়ে বেশ মাটি মাখামাখি হতো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “সকাল বেলায় রোজ এত করে মাটি ঝেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের, তাঁর ভয় হত ছেলের গায়ের রঙ মেটে হয়ে যায় পাছেছন্দ তার ফল হয়েছিল, ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতেন্ধ শোধনক্রিয়ার সামগ্রী হিসেবে থাকতো।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা সারদা সেই শক্তি সবাইকে দিতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে

তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জামতে হবে। মা’ই তার উপায় বলে দেবেন। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা তিনি এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

বাঙালিয়ানাকে বাদ দেননি সত্যজিৎ

অভিজিৎ ব্যানার্জি

অভিনেতা শ্রদ্ধেয় প্রদীপ মুখোপাধ্যায় কলকাতার সিমলার বাসিন্দা ছিলেন কৈশোরে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে হোয়ার স্কুলে তাঁর পড়াশোনা। এরপর সিটি কলেজে ছাত্র থাকাকালীন নাটকে অভিনয় করতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ তখন, যখন তিনি নক্ষত্র থিয়েটার গ্রুপে অভিনয় করছেন। এরপর স্নাতক হয়ে তিনি আইন নিয়ে পড়তে শুরু করেন।



অভিনয় ছিল তাঁর নেশা। তপন থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করতেন। তবে চাকরীর খাতিরে পরবর্তী কালে সপ্তাহান্তে অভিনয় করতেন তিনি। বাংলা চলচ্চিত্রের গড়পড়তা মূলধারার অভিনেতা তিনি ছিলেন না। কিন্তু অন্যধারা যাকে আমরা আর্ট ফিল্ম বলা থাকি সেই ধারার এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বমী অভিনেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নাম। সত্যজিৎ রায়ের কলকাতা ট্রিলজির ‘জন অরণ্য ‘ র সোমানাথ চরিত্র দিয়ে তাঁর চলচ্চিত্রের অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ। বর্ষীয়ান এই অভিনেতার জন্ম এবং প্রয়াণ দুই – ই হয় আগস্ট মাসে । সত্যজিৎ রায়ের দরজায় যেভাবে অনেকে অভিনয়ের জন্য ঘুরে যান, আমি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলাম। ১৯৭৪-এ, ডিসেম্বরের ২১ তারিখ থেকে কেমন একটা আকস্মিক অভিযাত্রে বা সময়ের, মুহূর্তের এক অলীক পরম্পরায়, আমি কিন্তু তাঁদের মতো রইলাম না। তাঁদের থেকে একদম আলাদা হয়ে গেলাম। সেদিনটা ছিল কোনও এক রবিবার। ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই বাড়ির তিনতলায় ডোরবেলের লম্বা মানুষ বেরিয়ে ‘কী চাই’ বলতে আমি আমার নাম বললাম এবং কোথা থেকে আসছি অর্থাৎ দলের পয়ছ একটা। গুঁর জলগণস্তীর কণ্ঠস্বর শুনে আমরা দৈবভাবে মতো মনে

তাকিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই, হালকা চিটার শব্দ। দরজার স্ক্রেনে দাঁখ খোঁসেজ্জ্বল মুখের সত্যজিৎ রায় – ‘তুমি? এতদিন কোথায় ছিলে?’ একটু বিরতি দিয়ে- ‘আমি তো তোমার খোঁজে অনেককে বলেছি। এমনকী তোমার দলে একজনকে পাঠিয়েও ছিলাম, এসে খবর দিল তোমার দল বন্ধ’। হৃৎপিণ্ড পলক থেমে, আবার চালু হল যেন হাজার শব্দের দামামা বাজিয়ে- যেন জয়লাভের

হাছিল। আবার মনে হচ্ছিল সত্যিই কি কিছু ঘটতে চলেছে? এতদিন তিল তিল করে যে আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে, তার একটা রূপরেখা কি আগামী কালই স্পষ্ট হয়ে উঠবে? সাদামাটা ঘষটে চলা জীবনে সত্যিই পরদিন অর্থাৎ সোমবার মনে হল একটা সুন্দর দিনের সূচনা হতে চলেছে। শীতের ডিসেম্বর। কলকাতা আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠার আগেই আমি আগের দিন ছোট মামার কাছ থেকে আনা একটা ভাল শার্ট এবং নিজের সস্তার ফোমের জ্যাকেট গায়ে দিয়ে সকালের জাঁকিয়ে পড়া ঠাণ্ডায় শ্যামবাজার থেকে এল-নাইনের দোতলায় চেপে বসলাম। বাস আমাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এক্সাইড মোড়ে নামিয়ে দিল। সেখান থেকে গুঁর বাড়ি টিলছেড়া দূরত্বে। নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগেই ডোরবেলে হাত রাখলাম আমি। কী আশ্চর্য, আমার হাতে একটুও কম্পন ছাড়াই না, গতকালও যেটা হয়েছিল। হচ্ছে না, আর হবেও না কোনও দিন। কারণ এটাই আমার অভীষ্ট পথ। অনেক দিন, অনেক বিপর্যয়ের বাড়়, হেলাফেলা, উপহাস সহ্য করে আজ এখানে এসে পৌঁছেছি। বুঝলাম, আমার মতো একটা জেশ দাপাদাপি শুরু করছে। বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালী যুগ। নিজেই দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমাকে বসতে বলে নিজে বসলেন- ‘কী, আসতে অনুবিধে হয়নি তো? আমি তো ভালোম আজকে যা জাঁকিয়ে শীত পড়ছে, এতদূর থেকে আসবে?’ চারিদিকে বইয়ে ঠাসা বিরাট ঘর, দু’ভাগে ভাগ করা মেঝে থেকে প্রায় অর্ধেক দেওয়াল পর্যন্ত থরে থরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই। ভিতরের যে আর্মচেয়ারে উনি বসেন, তার সামনে একটা নিচু টেবিল। বাদিকের দেওয়ালে একটা তক্তপোষ। সুন্দর চাদর পাতা। তার উপর আবার অনেক বই-মাগাজিন, জার্নাল। ঘরে বাকিটা জুড়ে বিরাট সোফা সেট। ঢোকার সময়ই চোখ গেল বাদিকে দেওয়ালে রাখা পিয়ানোয়। যেখানে উনি বসলেন, তার বাদিকে ছোট র্যাক। সেখানেও নানা টুকিটাকি জিনিস। উপরের তাকে একটা কালো টেলিফোন। গুঁর চেয়ারের ডানদিকে একটা বড় হরলিক্সের মুখ খোলা বোতলে জল ভর্তি আর তাতে নানা সাইজের তুলি ছোঁানো। একটা আলগা শেষ করে মুল রাগে প্রবেশ করলেন। সত্যজিৎ রায় আমাকে সেদিন অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার বুদ্ধি অনুযায়ী উত্তর দিলাম, আবার আমিই গুঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলাম।

কী ব্যস্তিত্ব মানুষটার! কণ্ঠস্বর মেঘমন্দিত, টানা ব্যাকরণ করা চুল, উন্নত নাসা, চওড়া কপাল, কেবল ডানদিকের চিবুকের নিচে একটা বড় আঁচিল গুঁর সোঁঠবের ব্যাঘাত ঘটরেছে। কেবল চোখ আটকে যায় ও চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এক দৃষ্টিপাতে উনি মানুষের ভিতরটা পড়ে নিতে পারছেন না। বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালী যুগ। ‘হ্যাঁ, কোথায় থাকো তুমি?’ উত্তর শুনে বললেন ‘উত্তর কলকাতার আরও উত্তরে না?’ নিজে থেকেই বললেন, ‘সস্টলেক সিটি বলে একটা। নতুন জায়গা হয়েছে শুনেছি। এয়ারপোর্ট যাওয়ার সময় কোথো পড়ে। ওদিকটায়?’ না, ঠিক বিপরীতে লেকটাউন বলে একটা নতুন জায়গা তৈরি হয়েছে, তারই আশে পাশে না?’ নিজে থেকেই বললেন ‘পড়াশোনা কত দূর? চাকরিকতদিনের? চাকরিতে কী কী কাজ করতে হয়? ডিউটি আওয়ার্স কতক্ষণের?’ সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ডান পা-টা মাঝে মাঝে সেক্টার টেবিলে রাখতেন। একটা হাত সোলের অংশ দিয়ে মুখের নিচুটুকু ঢেকে রেখেছেন। সেটা সরিয়ে কথা বলছেন আবার যথাস্থানে নিয়ে আসতে পারছেন না? ‘আমাকে বসতে বলে নিজে বসলেন- ‘কী, আসতে অনুবিধে হয়নি তো? আমি তো ভালোম আজকে যা জাঁকিয়ে শীত পড়ছে, এতদূর থেকে আসবে?’ চারিদিকে বইয়ে ঠাসা বিরাট ঘর, দু’ভাগে ভাগ করা মেঝে থেকে প্রায় অর্ধেক দেওয়াল পর্যন্ত থরে থরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই। ভিতরের যে আর্মচেয়ারে উনি বসেন, তার সামনে একটা নিচু টেবিল। বাদিকের দেওয়ালে একটা তক্তপোষ। সুন্দর চাদর পাতা। তার উপর আবার অনেক বই-মাগাজিন, জার্নাল। ঘরে বাকিটা জুড়ে বিরাট সোফা সেট। ঢোকার সময়ই চোখ গেল বাদিকে দেওয়ালে রাখা পিয়ানোয়। যেখানে উনি বসলেন, তার বাদিকে ছোট র্যাক। সেখানেও নানা টুকিটাকি জিনিস। উপরের তাকে একটা কালো টেলিফোন। গুঁর চেয়ারের ডানদিকে একটা বড় হরলিক্সের মুখ খোলা বোতলে জল ভর্তি আর তাতে নানা সাইজের তুলি ছোঁানো। একটা আলগা শেষ করে মুল রাগে প্রবেশ করলেন। সত্যজিৎ রায় আমাকে সেদিন অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার বুদ্ধি অনুযায়ী উত্তর দিলাম, আবার আমিই গুঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলাম।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হত্যা রহস্য - অজানা

দেবেশ দাশ

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভক্তি তথা ভারত ও পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সাথে জড়িয়ে আছে তার নাম। তার বর্ননয় জীবন নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মৃত্যুও রহস্য্য বৃত্ত। অততায়ীর হাতে তার মৃত্যু হয়। আসুন জানার চেষ্টা করি তার মৃত্যু রহস্য। লর্ড মাউন্টব্যাটন ২৫ জুন, ১৯০০ -মৃত্যু ২৭ অগস্ট, ১৯৭৯) ব্রিটিশ রাজপরিবারের শাখায় জন্মগ্রহণ করা মাউন্টব্যাটেনের পরিচয় বহু। তার সম্পূর্ণ নাম লুই ফ্রান্সিস আলবার্ট ভিক্টর নিকোলাস মাউন্টব্যাটেন। আর এক পরিচয় ‘ফার্স্ট আল্‌ মাউন্টব্যাটেন অব বর্মা’। ইংল্যান্ডের বার্কশায়ারের ফ্রগমোর হাউসে ১৯০০ সালের ২৫ জুন ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তার নাম ছিল ‘প্রিন্স লুই অব ব্যাটেনবার্গ’। হা ছিলেন প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া। জন্মসূত্রে তিনি রানি দ্বিতীয় ভিক্টোরিয়া এবং যুবরাজ প্রিন্সিপের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। প্রিন্স চার্লস খুবই ঘনিষ্ঠ। নিকোলাস থেকে তাঁর ডাক নাম ছিল ‘নিকি’। কিন্তু নিকোলাস তথা নিকি নাম ক্রুশ জারতব্ধে আগে বহু ছিল। তাই প্রমাতামহী রানি ভিক্টোরিয়ার পরামর্শে তার নাম ‘নিকি’ থেকে করা হয় ‘ডিকি’। পরানি নাম ক্রুশ জারতব্ধে ভাইসরয় তথা স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনে ছিলেন ক্রাইস্ট কলেজের ছাত্র। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি-তে যোগদানের আগে তিনি প্রশিক্ষণ নেন ওসভার্নের রয়্যাল নেভাল কলেজে। ১৯২১ সালে প্রিন্স এন ওয়েলস এর সহকারি নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি নৌবাহিনীর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৩ সালে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বার্মা পুনরুদ্ধার করেন। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে তিনি ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন এবং একই বছরের মধ্য আগস্ট পর্যন্ত এই পদে আসীন থাকেন। ভাইসরয় হিসেবে তার কার্যকাল সংক্ষিপ্ত হলেও এই সময়ে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উপ মহাদেশের বিভক্তি এবং ভারত

ও পাকিস্তানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। লর্ড স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। এই পদে আসীন থাকাকালে ১৯৪৭ এর আগস্ট থেকে ১৯৪৮ এর জুন পর্যন্ত তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গকে হয় ভারতীয় ইউ-নিয়ন, না হয় পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত হতে উদ্বুদ্ধ করেন। তার সময়ে কান্ধীর নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাধে তখন তিনি ভারত সরকারকে বিরোধটির শাস্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপনের পরামর্শ দেন। তখন থেকে কান্ধীর নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। মাউন্টব্যাটেনে কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরও ভারত বিষয়ে যশেষ্ঠ আগ্রহী ছিলেন। ১৯২২ সালের ১৮ জুলাই মাউন্ট ব্যাটেন বিয়ে করেছিলেন ব্রিটিশ অভিজাত পরিবারের তরুণী এডুইনা সিফ্রিয়া আর্নেট অ্যাশ লেকে। তাদের দুই মেয়ের নাম প্যাট্রিসিয়া এবং প্যামেলা। মাউন্ট ব্যাটেন-এ এডুইনার ছিল এবং দাম্পত্য ছিল সারা বিশ্বেই চর্চিত। লেডি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরুর সম্পর্ক নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে আসছে গত সাত দশকের বেশি সময় ধরে। ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন শেষ হওয়ার পরও ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে দীর্ঘ দিন দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তিনি। গ্রীষ্মকালীন অবসর কাটাতে মাউন্টব্যাটেন যেতেন উত্তর পশ্চিম আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি স্লিগো-তে। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি বা আইআরএ এই অঞ্চলে অত্যন্ত বিপ্লবী ছিল। এই সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল উত্তর আয়ারল্যান্ড থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান। অভিযোগ, ১৯৭৮ সালে আইএর এ-এর সদস্যরা স্লিগো করেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে হত্যা করার। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য তারা ব্যর্থ হন। ১৯৭৯ সালের ২৭ অগস্ট মাউন্টব্যাটেন গিয়েছিলেন গলদা চিংড়ি এবং টুনা মাছ ধরতে। শওভার হয়েছিলেন কাঠের নৌকা ‘শাউডা ফাইভ’-এ। তার সঙ্গে ছিলেন বড় মেয়ে প্যাট্রিসিয়া এবং তার স্বামী, তাদের যমজ ছেলে নিকোলাস ও টিমাথি এবং প্যাট্রিসিয়ার শাণ্ডি ডোব্লিন তথা ডোয়াগের লেডি ব্র্যারোন। নৌকের মাঝি ছিল ১৫ বছর বয়সী পল ম্যাক্সওয়েল। নৌকাবিহারে যাত্রা শুরু হলেও এই বিস্ফোরণে চারদিক কঁপে ওঠে। অভিযোগ, আগে থেকেই বোমা রাখা ছিল নৌকায়। ওই সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল না নৌকে ঘিরে।

বাগনানের ‘কুলিয়া’

জিতেশ হালদার

হাওড়ার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত, আমতা ২ নং ব্লকের ধীপাঞ্চল কুলিয়া ভাটোরা গ্রামের অধুনালুপ্ত স্থানীয় জমিদার চৌধুরীদের কাছারী বাড়ী। যারা শহরের কোলাহলে অতিষ্ঠ, দুষণযুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে দমবন্ধ হবার মতন অবস্থা, উপনিবেশিক জলন্যবস্থা ভারতীয় ঐতিহ্যকে শ্রেণিবদ্ধ, সংজ্ঞায়িত ও বিশ্লেষণ করেছিল তাদের নিজস্ব জ্ঞানাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে। ফলে সংস্কৃতচর্চা একই সঙ্গে ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ওপনিবেশিক জ্ঞান-রাজনীতির অশে হয়ে ওঠে। পাঁচ-ফোঁট উইলিয়াম কলেজ ও বাংলা ভাষার বিকাশ ও বাংলা গদ্যের আধুনিক বিকাশের ইতিহাসেও সংস্কৃতচর্চার প্রভাব গভীর। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ফলে বাংলা গদ্যের একটি নতুন ধ্রুপ গড়ে উঠতে শুরু করে। এই পর্যায়ে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার বাংলা গদ্যের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বাংলা ভাষার আধুনিক গদ্য একদিকে কথ্য ও ক্শেজ শব্দের ঐতিহ্য গ্রহণ করছে, অন্যদিকে সংস্কৃত থেকে বিপুল শব্দ ভাণ্ডার গ্রহণ করে নিজের প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখরা ভাষাচার্য এবং ই দ্বৈত উদ্যোক্তার আচরণ ও সুস্পষ্ট হয়। ছয়-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃতচর্চার আধুনিক রূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালির সংস্কৃতচর্চার ইতিহাসে গড়েন।



বাড়ি পরিবৃত্ত বিরজিকর পরিবেশ থেকে, আপাত নিষ্কণ, শান্ত, স্নিগ্ধ সবুজ শ্যামল পরিবেশে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমৃদ্ধ পরিবেশে, অগণিত চেনা অচেনা পাখির ডাক শুনতে, মাটি থেকে উঠে আসা সৌ্দা গন্ধের টানে, নির্মল বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে চান তারা এখানে আসতে পারেন। আসতে এবার্টু কষ্ট হবে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে। তারা কুলিয়াকে বলেন কুলো। এবং এটাই চালু নাম। সময় যেন এখানে অনেকটাই থমকে আঁছে। মনে পড়ে যাবে, ছায়া সুনীবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি। এখানে আসতে গেলে হাওড়া থেকে হাওড়া খড়গপূর নৌতৈনের টেনে ধরে বাগনান লাইসেন্স, সময় লাগবে এক ঘণ্টা, কুলিয়া ঘাটে পৌঁছে, তারপর মাথাপিছ পাঁচ টাকা দক্ষিণ-কুলিয়া ভাটোরা গ্রাম।

